এসাসিন'স ক্রিড রেভেলেশনস

মনে আছে কি সেই অলতেয়ার ইবনে লা-আহাদ, ইজিও অডিটোরে দা ফিরেঞ্জে ও ডেসমন্ড মাইলসের কথা? দুর্দান্ত সেই ঐতিহাসিক অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ভিত্তিক গেম এসাসিন'স ক্রিডের কথা ভুলে যাননি তো? গেমের জগতে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনাকারী এ গেমটি ভুলে যাওয়ার নয়। এসাসিন'স ক্রিডের নতুন পর্ব রেভেলেশনের জন্য এ সিরিজের ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল যার অবসান হয়েছে গত ডিসেম্বরে। গেমটি ডেভেলপ করেছে ইউবিসফট মনট্রেয়াল, যা পাবলিশ হয়েছে ইউবিসফটের তত্ত্বাবধায়ে। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যানভিল নামের গেম ইঞ্জিন। যারা গেম সিরিজটি খেলেননি তাদের জন্য নতুন গেমটির কাহিনী বোঝা বেশ দুরূহ ব্যাপার। গেমের কাহিনী এমনিতেই বেশ জটিল এবং তা ধারাবাহিক কাহিনী, তাই মাঝখান থেকে গেম সিরিজটি শুরু করে গেমের আসল স্বাদ উপভোগ করা যাবে না। যারা নতুন এ সিরিজের গেমের সাথে পরিচিত নন, তাদের জন্য খুব সংক্ষেপে গেমের কাহিনী তুলে ধরা হলো। এসাসিন'স ক্রিডের মূল নায়ক ডেসমন্ড মাইলস নামের এক বারটেন্ডার যে কি না বহু পুরনো আততায়ী গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার। তার জিনে রয়েছে সেই আততায়ীদের বহু অজানা ইতিহাস।

পিস অব ইডেন নামের এক আর্টিফ্যাক্ট ধারণ করে আছে অকল্পনীয় শক্তি, যার লোভে সেই ক্রুসেডের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত টেম্পলাররা তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এসাসিন বা আততায়ী গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে পিস অব ইডেনকে সুরক্ষিত রেখেছে। ডেসমন্ডের স্মৃতির আবডালে লুকিয়ে আছে পিস অব ইডেনের সন্ধান, তাই তাকে এনিমাস নামের এক মেশিনে রেখে তার জিন থেকে পুরনো কাহিনীগুলো ঘেঁটে দেখে পিস অব ইডেনের সন্ধান চায় টেম্পলাররা। প্রথম গেমে ডেসমন্ড এনিমাস মেশিনের সাহায্যে জেরুজালেম, আক্রা ও দামাস্কাসে বিচরণ করে বেড়ায় তার পূর্বপুরুষ

অলতেয়ার ইবনে লা-আহাদের বেশে। কিন্তু গেমের শেষে সে বুঝতে পারে তাকে খারাপ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই দ্বিতীয় পর্বের প্রথমে দেখানো হয় সে টেম্পলারদের ল্যাব থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আরো উন্নত আরেকটি এনিমাস মেশিন দিয়ে রেনেসাঁ যুগের ইউরোপে বিচরণ করে বেড়ায় তার আরেক পূর্বপুরুষ ইজিও অডিটোরে দা ফিরেঞ্জের বেশে। দ্বিতীয় গেমের কাহিনীর সমাপ্তি টানা হয় তৃতীয় গেম ব্রাদারহুডে। চতুর্থ গেমে আগের তিনটি গেমের খেলায় সময় গেমারদের মনের মাঝে যেসব প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল তার উত্তর দেয়া হয়েছে।

ব্রাদারহুডে দেখানো হয়েছে ডেসমন্ডের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি এনিমাস মেশিনের মধ্যে আটকা পড়ে যায়। নতুন গেমের শেষের দিকে সে এনিমাস থেকে মুক্তি পায় এনিমাসে তার বাকি স্মৃতিগুলো সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে। মেমরি পুরো করার জন্য সে অলতেয়ারের শেষ জীবন ও ইজিওর বৃদ্ধ জীবন নিয়ে বিস্তারিত জানবে। গেমে অলতেয়ার, ইজিও ও ডেসমন্ড সবাইকে নিয়ে খেলা যাবে। গেমপ্লে আগের গেম ব্রাদারহুডের মতোই রাখা হয়েছে। তবে চলাচলের সুবিধা আরো বাড়ানোর জন্য নতুন যুক্ত করা হয়েছে হুক ব্লেড ও জিপলাইন। পুরনো গেমের এলাকাগুলোতে আবার বিচরণ করতে হবে এবং সেই সাথে রয়েছে নতুন স্টেজ, তাই গেমটি বেশ ভালো লাগবে খেলতে। গেমে আবারো রাখা হয়েছে মাল্টিপ্লেয়ার অপশন। আগের তুলনায় গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেম আরো উন্নত করে তোলায় এবং বেশ কিছু নতুন গেমপ্লে স্টাইলের সংযোজন গেমটির স্বাদ আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্টজ/এএমডি এথলন এক্স২ ৪২০০+
মেমরি : ২ গিগাবাইট
গ্রাফিক্স হার্ডওয়্যার : ৫১২ মেগাবাইট (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০ জিটি/এটিআই রাডেওন এইচডি ৩৮৫০)
হার্ডডিস্ক স্পেস : ১২ গিগাবাইট

অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক

এখন যে গেমটি নিয়ে আলোচনা করব তার সাথে জড়িত রয়েছে অন্ধকার। যারা অন্ধকারকে ভয় পান, রাতে আলো জ্বেলে ঘুমান তারা কিন্তু সাবধান। অন্ধকারকে ভয় বা নাইক্টোফোবিয়ায় আক্রান্ত তারা এই গেম না খেললেই ভালো। আর যদি সাহসের পরীক্ষা করতে চান তবে পিসির সামনে বসে এই গেমটি উপভোগ করতে পারেন। অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক নামে ২০০৫ সালে হরর মুভিও তৈরি করা হয়েছিল, যার দ্বিতীয় পর্ব দ্য নিউ নাইটমেয়ার বের হয়েছে ২০০৯ সালে। অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক বা আঁধারে একলা বা অন্ধকারে একা যাই বলুন না কেন, নামটির সাথে সবার পরিচিত থাকার কথা। সেই ১৯৯২ সাল থেকে এই গেমের উৎপত্তি। আর্কেড গেমস, ঘরোয়া কন্সোল গেম ও কমপিউটার গেমের অগ্রযাত্রার মূলে রয়েছে যে প্রতিষ্ঠানটি, তার নাম হচ্ছে আটারি। আটারির গেমিং কনসোলের কথা শোনেননি বা আটারির বানানো গেমগুলো খেলেনি, এমন কোনো গেমার চিরুনি অভিযান চালিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে।

সারভাইবাল হরর গেমগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক সিরিজের গেমগুলো। গেমটির এই পর্যন্ত পাঁচটি পর্ব বের হয়েছে। প্রথম চারটি গেমের পাবলিশার ও ডেভেলপার দুই-ই ছিল ইনফোগ্রামেস। কিন্তু পঞ্চম পর্বটি পাবলিশ করেছে আটারি ও ডেভেলপ করেছে ইডেন গেমস। এখন পর্যন্ত বানানো সবরকমের হরর গেমের মাঝে ভালো স্থান দখল করে আছে এই সিরিজের গেমগুলো। আটারির বানানো আরো কিছু ভালো মানের গেমের মাঝে রয়েছে– আর্ট অব ম্যাজিক, আর্মী, আর্মার, ডন অব ম্যাজিক, ডিয়ার হান্টার, ডেস্পারাডোস, কিংস বাউন্টি, ফ্যান্টাসি ওয়ারস, দ্য উইচার,

নেভার উইন্টার নাইটস, রোলার কোস্টার টাইকুন, টেস্ট ড্রাইভ ইত্যাদি। গেমিং দুনিয়ার আরো কিছু ভয়ানক গেমের তালিকায় রয়েছে– ফাটাল ফ্রেম, ক্লক টাওয়ার, সাইলেন্ট হিল, রেসিডেন্ট ইভিল, অ্যামনেশিয়া, ডেড স্পেস, লেফট ফর ডেড, বায়োশক, ফেয়ার, সিস্টেম শক, ডেড আইল্যান্ড, ডুম ইত্যাদি।

এ সিরিজের প্রথম গেমটির পটভূমি হচ্ছে ১৯২৪ সাল। জেরেমি হার্টউড নামের এক স্বনামধন্য লেখক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তার মৃত্যুর কারণের কোনো কূল-কিনারা দেখতে পেল না কেউ। তাই পুলিশ কেসটি নিয়ে তদন্ত শুরু করল। বেশ কিছুদিন এ নিয়ে নড়াচড়া করে পুলিশ কেসটি পূর্ণ না করেই কাজ বন্ধ করে রাখল। ঘটনা ঘটে যাওয়ার বহুদিন পড়ে এডওয়ার্ড কার্নবি নামের একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আবার কেসটি নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করবে। গেমারকে এ চরিত্রকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধীরে ধীরে রহস্যের জাল খুলে সে আবিষ্কার করবে জেরেমির আত্মহত্যার কারণ। গেমের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গেমের অন্ধকার পরিবেশ। অন্ধকারে টর্চলাইট জ্বেলে রহস্যের কূল-কিনারা করতে হবে।

অনেক পুরনো গেম, তাই বলার অপেক্ষা রাখে না গেমটি লো কনফিগারেশনের পিসিতেও অনায়াসে চালানো যাবে। পেন্টিয়াম থ্রি মানের পিসিতেও গেমটি অনায়াসে চলবে। যাদের অন্ধকারে গেমটি খেলতে সমস্যা হবে তারা মনিটরের এবং গেমের ব্রাইটনেস অপশন থেকে তা বাড়িয়ে নিন। এতে ভালোভাবে দেখা যাবে। কিন্তু অন্ধকারে যে গা ছমছমে ভাব রয়েছে, তার মজা উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হবেন। হেডফোন কানে লাগিয়ে গেমটি খেললে তা আরো বেশি উপভোগ্য হবে। গেমের গ্রাফিক্স সে আমলের গ্রাফিক্সের সাথে তুলনা করলে বেশ ভালোই বলা চলে। যাদের পিসি কনফিগারেশন ভালো তারা নতুন অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক ৫ গেমটি খেলে দেখতে পারেন।

ডাইনেস্টি ওয়ারিয়র্স ৭

জাপানের যুদ্ধভিত্তিক গেমগুলোর মাঝে ডাইনেস্টি ওয়ারিয়র ও সামুরাই সিরিজের গেমগুলো সবার আগে বিবেচনায় আসে। গেমগুলোর কাহিনীর মাঝে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও গেম খেলার ধরন প্রায় একইরকমের। এ গেমগুলোর ধরনকে বলা হয় হ্যাক অ্যান্ড স্ল্যাশ, যা অ্যাকশন গেমের একটি ভাগ। প্রায় সব গেমেই থাকে অনেকগুলো করে চরিত্র এবং প্রত্যেকের থাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য। নিজের পছন্দমতো চরিত্র নিয়ে খেলার বিশেষ সুযোগ থাকে এই গেমগুলোতে, যা অন্য গেমে সচরাচর দেখা যায় না। জাপানের ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে নির্মিত এই গেমগুলোর কদর খুবই বেশি। অনেকে একটানা অ্যাকশন পছন্দ করেন না, একঘেয়ে লেগে যায় আবার অনেকে আছেন লাগাতার মারামারি করায় অভ্যস্ত। তাই এ গেম কারো ভালো লাগতে পারে আবার কারো কাছে বিরক্তির কারণও হতে পারে। ডাইনেস্টি ওয়ারিয়র সিরিজের গেমগুলোর মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জাপানের ঐতিহ্য ও তাদের সংস্কৃতি। তাদের বাড়িঘর, যুদ্ধ পোশাক, বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধকৌশল, খাবার-দাবার সব কিছু দারুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গেমের পরিবেশে। ডাইনেস্টি ওয়ারিয়র সিরিজের গেমগুলো জাপানে শিন সাঙ্গোকুমুসো নামে পরিচিত। এই সিরিজের এই পর্যন্ত ৭টি পর্ব বের হয়েছে। নতুন এই পর্বের ডেভেলপার হচ্ছে ওমেগা ফোর্স ও পাবলিশ করেছে কোয়েই নামের প্রতিষ্ঠান। গেমের কাহিনী গড়ে উঠেছে লুও গুয়ানঝং নামের ঔপন্যাসিকের লেখা উপন্যাস রোমান্স অব দ্য থ্রি কিংডমসের ওপরে ভিত্তি করে।

গেমে ক্যারেক্টারকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীর

ডিঙানো ও পানিতে সাঁতার কাটতে দেখা যাবে। প্রত্যেক চরিত্রের জন্যে রয়েছে আলাদা মুভি, তাই আপনার সবগুলো চরিত্র নিয়ে খেলার আগ্রহ জাগবে। খেলার আগে প্লেয়ার নির্বাচন করাটা বিশেষ ব্যাপার। কারণ আপনার খেলার ধরন ও দক্ষতার উপরে ভিত্তি করে প্লেয়ার নির্বাচন করলে তবে ভালো খেলতে পারবেন ও খেলায় পুরো মজা উপভোগ করতে পারবেন। হাল্কা অস্ত্র নিয়ে খেললে খুব দ্রুততার সাথে যুদ্ধ করতে পারবেন ও অনেক বেশি যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করতে পারবেন, কিন্তু এতে শত্রুর ক্ষতি কম হবে। তার মানে শত্রুকে খতম করতে সময় লাগবে। কিন্তু ভারি অস্ত্র নিয়ে খেললে খেলার গতি কমে যাবে ঠিকই, কিন্তু প্রতিপক্ষকে দারুণ শায়েস্তা করা যাবে। অস্ত্রের ধরনের ওপরে রয়েছে খেলার ভিন্নতা। তীরন্দাজ চরিত্র নিয়েও খেলা যায়, কিন্তু তাকে নিয়ে সামনে চলে আসা প্রতিপক্ষকে মারা একটু কঠিন। গেমের প্রত্যেক চরিত্রের রয়েছে আলাদা অস্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা। খেলার সময় যত প্রতিপক্ষকে মারবেন তার বদলে পাওয়ার গজ বাড়বে এবং তা পূর্ণ হলে কম্বো মারতে পারবেন। সাধারণ সৈন্য মারতে তেমন একটা বেগ পেতে না হলেও প্রতিপক্ষের সেনাপতি বা দলপতিকে শিক্ষা দিতে একটু কষ্ট করতে হবে। গেমে ঘোড়ায় চড়ে মারামারি করার ব্যবস্থাও রয়েছে। গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড ইফেক্টের বাহবা না দিলেই নয়। গেমে রয়েছে ক্যারেক্টার, লেগ ও বাটল এনসাইক্লোপিডিয়া। এতে করে আপনি জাপানের যুদ্ধের ইতিহাসের দারুণ এক পরিচয় পাবেন। গেমের মেনুর কারুকাজ ও জাপানি মিউজিক গেমে এনে দিয়েছে নতুন এক আমেজ, যা সবার মন কাড়বে। গেমটি চালাতে লাগবে পেন্টিয়াম ৪, ১.৮ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‌্যাম, পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড ১২৮ মেগাবাইটের গ্রাফিক্স কার্ড ও ৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। ■

রা. ওয়ান

আমেরিকান স্টার একোনের গাওয়া ছাম্মাক ছাল্লো গানটি নিয়ে যে মাতামাতি চলছে তার গতি আরেকটি বাড়ানোর জন্য রিলিজ দেয়া হয়েছে রা. ওয়ান নামের গেম। মুভির সাথে একই মাসে গেমটি রিলিজ করা হয়েছে। মুভির কাহিনী অনেকের কাছেই বেশ আজগুবি মনে হয়েছে, আবার আরেক দিকে শাহরুখ খানভক্তদের কাছে মুভি খুব ভালো লেগেছে। এ রকম নানা রকম মত পাওয়া যাচ্ছে মুভির দর্শকদের থেকে। মুভির কাহিনীতে বাস্তবতার ছোঁয়া না থাকলে তা কিছুটা বেমানান লাগে, কিন্তু গেমের দুনিয়ায় সে রকম কোনো সমস্যা নেই। হিন্দু পুরাণ রামায়ণের নেতিবাচক চরিত্র রাবণের নামের সাথে মিল রেখে মুভির ভিলেনের নাম দেয়া হয়েছে রা.ওয়ান এবং মূল চরিত্র বা নায়কের চরিত্র জি. ওয়ান নামটি নেয়া হয়েছে জীবন শব্দ থেকে। গেমের কাহিনী মূলত মুভির কাহিনীর পূর্বের কাহিনী নিয়ে বানানো। মজার ব্যাপার হচ্ছে গেমের কাহিনী বানানোর গুরুদায়িত্ব বলিউড কিং খান শাহরুখ নিজেই পালন করেছেন। গেমটি ডেভেলপ করেছে মুম্বাইয়ের ট্রাইন নামের কোম্পানি, যা পাবলিশ করেছে এসসিইই। গেমের ক্যারেক্টার ডিজাইনে সহায়তা করেছে লন্ডনের এসসিইই টিম ও রেড চিলিস টিম। গেমটি পিসির জন্য রিলিজ করা হয়নি। গেমটি বানানো হয়েছে প্লেস্টেশন ২-এর উপযোগী করে। গেমটি প্লেস্টেশন ৩ দিয়েও খেলা যাবে প্লেস্টেশন

নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। পিসিতে খেলার জন্য প্লেস্টেশন ইমুলেটর ব্যবহার করতে হবে। গেমটিতে মাল্টিপ্লেয়ার অপশনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন করতে হবে। গেমে মুভির চরিত্রগুলোর আদলে ক্যারেক্টার ডিজাইন করা হয়েছে। ক্যারেক্টার ডিজাইনের ক্ষেত্রে শাহরুখ খানের ক্যারেক্টার ডিজাইনের ওপরে বেশি জোর দেয়া হয়েছে, তাই একমাত্র জি. ওয়ান ক্যারেক্টারটিকেই ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গেমে জি. ওয়ানের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছেন শাহরুখ খান নিজেই। সায়েন্স ফিকশন ধাঁচের পটভূমিতে সুপার পাওয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে গেমে। আগেই বলা হয়েছে গেমের কাহিনী কিছুটা অন্যরকম, তাই গেমটি আরো উপভোগ্য হয়েছে। আমির খান অভিনীত হিন্দি মুভি গজনী নিয়েও বের হয়েছিল গেম, তবে সেটা এতটা জনপ্রিয়তা পায়নি যতটা রা. ওয়ান পেয়েছে। মুভিতে দেখানো অ্যাকশন সিনগুলো গেমে খেলে দেখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা গেমারদের বেশ মুগ্ধ করেছে। গেমে প্রায় ৬টি চরিত্র নিয়ে খেলা যাবে প্রায় ২০টির বেশি এনভায়রনমেন্টে। রা. ওয়ান নিয়ে একটি অনলাইন ফ্ল্যাশ গেমও বের হয়েছে। গেমের গ্রাফিক্সের কথা বলতে তা এখনকার গেমের তুলনায় অতটা জমকালো না হলেও মন্দ নয়। অ্যাকশন গেমভক্তদের গেমটি ভালোই লাগবে। ■

রয়েল এনভয় ২

রয়েল এনভয় ২ গেমটির নির্মাতা ও পাবলিশার হচ্ছে প্লেরিক্স গেমস। প্লেরিক্স গেমের আরো কয়েকটি নামকরা গেমের তালিকায় রয়েছে– গার্ডেনস্কেপস, ফিশডম, ইলেমেন্টালস, মিস্টেরি অব মর্টলেক ম্যানশন, এনলাইটেন্ট সিক্রেটস, বিগ সিটি অ্যাডভেঞ্চারস ইত্যাদি। যারা আগে এ গেমগুলো খেলেছেন তাদের কাছে নতুন করে গেমগুলোর মাহাত্ম্য তুলে ধরার দরকার নেই। কিন্তু যারা এসব গেমের সাথে নতুন পরিচিত হচ্ছেন তাদের জন্য বলা যে– এ গেমগুলো সময় কাটানো এবং মজা উপভোগ করার জন্য অসাধারণ গেম। একবার খেলা শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করবে না। রয়াল এনভয় গেমটির প্রথম পর্ব বেশ জনপ্রিয়তা পাওয়ায় দ্বিতীয় পর্বে গেমটি আরো পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে বানানো হয়েছে।

প্রথম গেমে গেমারের ভূমিকা ছিল একজন আর্কিটেক্ট হিসেবে এক রাজার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কিছু দ্বীপের বসতি পুনরায় স্থাপন করা। সেডরিক নামের এক আর্কিটেক্ট আইল্যান্ডশায়ার নামের এক সুন্দর রাজ্যের রাজার কাছে সে জানায় তাদের রাজ্যের দ্বীপগুলোর বাড়িঘরের অবস্থা ভালো নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেসবের অবস্থা করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রজারা তাদের জীবনযাত্রার নিম্নমানের জন্য রাজার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে। রাজা চিন্তায় পড়ে যায় এবং তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়। সে ভাবে দ্বীপগুলোর অবকাঠামো ঠিক করে দিতে পারলে এবং প্রজাদের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করার কাজ হাতে নিলেই এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সেই ভাবা সেই কাজ। শহর ও দ্বীপকে নতুনরূপে সাজানোর দায়ভার পড়লো গেমারের ওপরে। সেডরিক বুড়িয়ে গেছে, তাই তার এ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার পণ করতে হবে তরুণ আর্কিটেক্ট হিসেবে, নিজেকে আইল্যান্ডশায়ারের

চিফ সিটি প্ল্যানার হিসেবে অধিষ্ঠিত করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্বে রাজা আবারো বিপদে পড়বে। অযোগ্য কিছু আর্কিটেক্ট ও সিটি প্ল্যানারের কারণে রাজ্যের অবস্থা আবারো করুণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তারা ভুলভাল ফলাফল দেখিয়ে শহরের অবস্থা বেশ ভালো বলে রাজার কাছ থেকে পুরস্কার আদায় করে নেবে। সেই সময় সেখানে এসে পৌঁছবে সেডরিক এবং রাজার কাছে রাজ্যের আসল দশার প্রমাণ প্রকাশ করবে। এদেশে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে বাকিদের বহিষ্কার করে সেডরিককে আবার দায়িত্ব দেয় রাজ্যের সিটি প্ল্যানার হিসেবে। আইল্যান্ডশায়ারের উন্নতির পাশাপাশি এ গেমে মিস্টিক্যাল নিম্ফস ও লেপ্রেকনসদের দ্বীপে যেতে হবে। মিডলশায়ারের লোকজনকে আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত লাভার হাত থেকে বাঁধ বানিয়ে দিতে হবে এবং আর্কটিক এলাকায় তুষার বলের খেলায় ও মাছ ধরার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে।

গেমে জাহাজ চড়ে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে পাড়ি জমাতে হবে। পথে বাদ সাধবে জলদস্যু। জলদস্যুদের চাঁদা দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে এবং খুঁজে বের করতে হবে গুপ্তধন।

প্রজাদের জন্য বানিয়ে দেয়া ঘর থেকে খাজনা আদায় করে সেই অর্থ দিয়ে কাঠের ব্যবস্থা করে বানাতে হবে ঘরবাড়ি, কল-কারখানা, বাগান, মূর্তি, ব্রিজ, প্রাসাদসহ আরো অনেক কিছু। গেমে রয়েছে প্রায় ৬৫টির মতো মিশন এবং সেই সাথে রয়েছে অনেকগুলো বাড়তি (বোনাস) মিশন। এতে প্রায় পাঁচ ধরনের বাড়ি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে অনেক ধরনের স্থাপনা। এতে গেমারকে বিচরণ করতে হবে বেশ দ্বীপ এবং সেই সব স্থানের আবাসন সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে হবে। বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারলে রয়েছে সোনার মেডেল এবং সব মিশনে মেডেল পাওয়ার পর পুরো দ্বীপের কাজ শেষে পাওয়া যাবে ট্রফি ও সার্টিফিকেট। গেমটি ডাউনলোড করতে পারবেন www.bdbloggerz.com/downloadgames থেকে।

শ্যাঙ্ক ২

ক্লেই এন্টারটেইনমেন্টের ডেভেলপ করা শ্যাঙ্ক নামের গেমটি ২০১০ সালে বের হওয়ার পরে গেমার মহলে বেশ সাড়া পড়ে। গেমটির নতুন ধাঁচের গেমপ্লে এবং গ্রাফিক্স স্টাইল সবার নজর কেড়েছিল। টুডি অ্যানিমেটেড কমিক স্টাইল গ্রাফিক্সের এ গেমটির নায়ক শ্যাঙ্কের নামেই গেমের নামকরণ করা হয়েছিল। ইলেক্ট্রনিক্স আর্টসের পাবলিশ করা এ দুর্দান্ত অ্যাকশন গেমটি বেশ আলোচিত হয়ে উঠেছিল সে সময়ে। গেমটির সাফল্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বের করা হয়েছে গেমটির দ্বিতীয় পর্ব–যার নাম শ্যাঙ্ক ২। আগের গেমের চেয়েও গেমটি আরো উন্নত ও চ্যালেঞ্জিং করে তোলা হয়েছে।

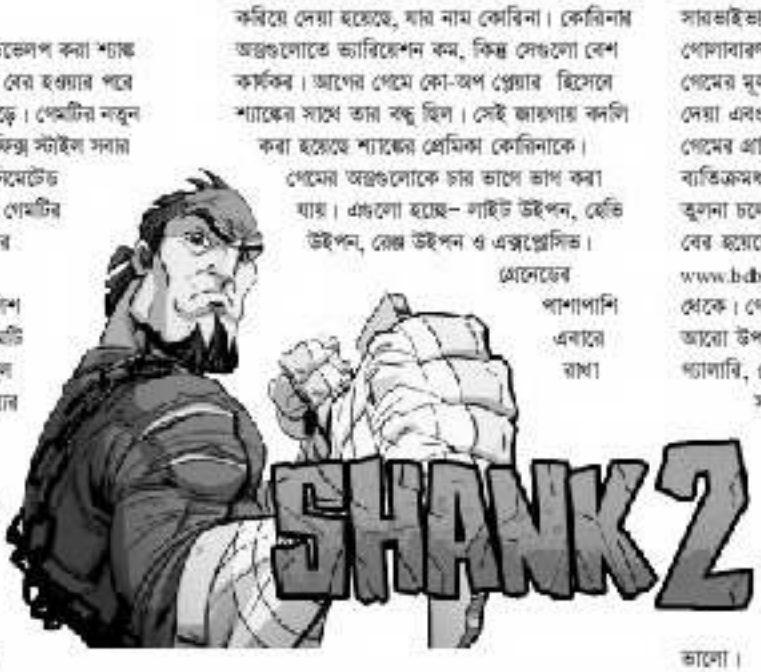

শ্যাঙ্ক ২ গেমটিতে শ্যাঙ্কের আউটফিট বদল করে নতুন রূপ দেয়া হয়েছে। শ্যাঙ্কের অস্ত্রের ভাণ্ডারেও এসেছে কিছুটা পরিবর্তন। শ্যাঙ্কের হাতের ছোট চাকু, তার অফিশিয়াল উইপন চেইন'স, ডুয়াল ম্যাশেট, শটগান ইত্যাদি পুরনো অস্ত্রের কোনো রদবদল হয়নি। নতুন যুক্ত হয়েছে বিশাল হাতুড়ি ও থ্রোয়িং নাইফ। গেমে নতুন একটি চরিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে, যার নাম কোরিনা। কোরিনার অস্ত্রগুলোতে ভ্যারিয়েশন কম, কিন্তু সেগুলো বেশ কার্যকর। আগের গেমে কো-অপ প্লেয়ার হিসেবে শ্যাঙ্কের সাথে তার বন্ধু ছিল। সেই জায়গায় বদলি করা হয়েছে শ্যাঙ্কের প্রেমিকা কোরিনাকে। গেমের অস্ত্রগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে– লাইট উইপন, হেভি উইপন, রেঞ্জ উইপন ও এক্সপ্লোসিভ। গ্রেনেডের পাশাপাশি এবারে রাখা হয়েছে মলোটভ ও মাইন, যা গেমে এনেছে নতুন স্বাদ। সিঙ্গেল ক্যাম্পেইনে একটি স্টেজে কোরিনাকে নিয়ে খেলার সুযোগ রয়েছে। মাল্টিপ্লেয়ার মোডে প্রায় ১৬টি ক্যারেক্টার নিয়ে খেলার সুযোগ রয়েছে। ক্যারেক্টারগুলোর প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গেমটিকে করে তুলেছে বৈচিত্র্যময়। কো-অপ বা মাল্টিপ্লেয়ার বা সারভাইভাল মোডে অর্থ সঞ্চয় করে তা দিয়ে গোলাবারুদ, লাইফ, রিইনফোর্সমেন্ট কেনা যাবে। গেমের মূল লক্ষ্য হবে এক সন্ত্রাসী চক্রকে শিক্ষা দেয়া এবং শ্যাঙ্কের পরিচিতজনদের সুরক্ষা করা। গেমের গ্রাফিক্সের কথা না-ই বললাম, কারণ ব্যতিক্রমধর্মী এ গ্রাফিক্সের সাথে অন্য কারো তুলনা চলে না। শ্যাঙ্কের ওপরে একটি কমিকস বের হয়েছে, যা ডাউনলোড করতে পারবেন www.bdbloggerz.com/downloads/comics থেকে। গেমের মিউজিক বেশ উপভোগ্য। গেমটি আরো উপভোগ্য হতো যদি এতে কিছু আর্ট গ্যালারি, স্পেশাল চিটকোড, ওয়ালপেপার ইত্যাদি সংযুক্ত থাকতো। থ্রিডি গেমগুলোর সাথে তুলনা করলে টুডি গেম হিসেবে গেমটি বেশ ভালোমানের হয়েছে। বেশ হালকা এবং তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের গেমটি সবার পছন্দ হবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। গেমটিতে রক্তারক্তির পরিমাণ বেশি, তাই গেমটি ছোটদের না খেলাই ভালো।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : পেন্টিয়াম ৪ ১.৭ গিগাহার্টজ বা এএমডি এথলন এক্সপি ১৮০০+
র‍্যাম : ১ গিগাবাইট
গ্রাফিক্স কার্ড : জিফোর্স ৬৮০০এক্সটি বা রাডেওন ৩৮৫০
হার্ডডিস্ক স্পেস : ২ গিগাবাইট